দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ: 11 JUL 2008

শিক্ষাকে ব্র্যাকীকরণের মধ্য দিয়ে সরকার রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ করেছে

গোলটেবিলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশের সংবিধান কোন নীতিনির্ধারণী কাজে হস্তক্ষেপ কিংবা সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দেয়নি। কিন্তু জনমতকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা তদারকির ক্ষমতা বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ব্র্যাকের হাতে ন্যস্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের সংবিধান লংঘন করেছে অনির্বাচিত এই সরকার। কেবল তাই নয়, জনগণের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারকেও সরকার পুরোপুরি ক্ষুণ্ন করে শিক্ষাকে এনজিওর নামধারী একটি মুনাফাখোর প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সুপারিশে শিক্ষার মানোন্নয়নের

পৃঃ ৫ ক ৩

ইনকিলাব : চার প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনসমূহের উদ্যোগে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের, ব্র্যাকের নয়- শীর্ষক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত বক্তৃবৃন্দ

শিক্ষাকে ব্র্যাকীকরণের মধ্য দিয়ে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

নামে দেশের সংবিধানবিরোধী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক অপরাধ করেছে সরকার। অবিলম্বে শিক্ষাকে ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়ার অশুভ সিদ্ধান্ত বাতিল করা না হলে রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক অপরাধের জন্য সরকারকে চরম মাশুল দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়ার সরকারের সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ আন্দোলনের অংশ হিসাবে গতকাল (বৃহস্পতিবার) জাতীয় প্রেস ক্লাবে সরকারী বেসরকারী সব প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক অপরাধের এই গুরুতর অভিযোগ এনেছেন দেশের বিশিষ্ট নাগরিকগণ। কেবল তাই নয়, দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদসহ বিশিষ্ট এই নাগরিকরা প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করে বলেছেন, দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের এই দুরভিসন্ধিমূলক কর্মকাণ্ডকে এমনভাবে প্রতিহত করতে হবে যেন ভবিষ্যতে আর কোনদিন কোন প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অপরাধ করার দুঃসাহস না দেখায়। অন্যদিকে 'মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের, ব্র্যাকের নয়' শীর্ষক এই বৈঠকে সব শিক্ষক সংগঠন সরকারকে আল্টিমেটাম দিয়ে ঘোষণা দিয়েছে, আগামী ৩০ তারিখের মধ্যে সরকার তার সিদ্ধান্ত বাতিল না করলে স্কুলে তালাসহ সব ধরনের নির্বাচনী কর্মকাণ্ড বর্জন করবে দেশের প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ।

প্রেসক্লাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উপদেষ্টা আ
কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বা
রাখেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলা
অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক
আবুল বারাকাত, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পা
সভাপতি রাশেদ খান মেনন, নবগঠিত বাংলা
কল্যাণ পার্টির সভাপতি সম্পাদক আবুল ক
আজাদ, রোটারিয়ান সুলতান মাহমুদ, প্র
সরকারী কর্মচারী শ্রমিক ফেডারেশনের সভা
সালেহ উদ্দিন সেলিম, সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারে
সহ-সভাপতি হারুনুর রশীদ প্রমুখ। মূল
উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমি
সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ শিক্ষক নেতা বি এম আ
উল্লাহ। সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন বেসর
প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ শা
হক।

মূল বক্তব্যে বি এম আসাদ উল্লাহ বলেন, আ
পরিষ্কার কথা, সংবিধান ও আইন অনুযায়ী প্রা
শিক্ষা নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ব্র্যাকের হাতে
দেয়ার সিদ্ধান্ত কোনভাবেই মেনে নেয়া হবে
প্রয়োজনে লাগাতার কর্মসূচী দিয়ে এই অপতৎ
প্রতিহত করা হবে। তিনি সরকারের বি
অভিযোগ এনে বলেন, যেভাবে দেয়া তাড়া সর্ব
মুনাফাখোর প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়া
করলেও সরকার তার প্রেসনোটে কেবল ত্রুটি
কথা প্রচার করে প্রকৃত কথা জাতির কাছে
করছে।

অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত সরকারের
সংবিধান লংঘন ও রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক কর্ম
অভিযোগ এনে বলেন, দেশের সংবিধান
নীতিনির্ধারণী কাজে হস্তক্ষেপ কিংবা সিদ্ধান্ত
অধিকার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে
কিন্তু জনমতকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে
প্রাথমিক শিক্ষা তদারকির ক্ষমতা বেসরকা
(এনজিও) ব্র্যাকের হাতে ন্যস্ত করার নীতিগ
নিয়ে আমাদের সংবিধান লংঘন করেছে অ
এই সরকার। কেবল তাই নয়, জনগণের
শিক্ষা নিশ্চিত করার সাংবিধানিক ও
অধিকারকেও সরকার পুরোপুরি ক্ষুণ্ন করে
এনজিওর হাতে তুলে দিয়েছে। বিশ্ব
সুপারিশে শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে
সংবিধানবিরোধী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রদ্র
অপরাধ করেছে সরকার। রাশেদ খান মে
ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিশ্বব্যাংক ও আই
এর প্রেসক্রিপশনে সরকার শিক্ষাকে ব্র্যাকে
দিয়ে দেশের সার্বিক শিক্ষাকে ধ্বংস করা
মাঠে নেমেছে। সরকার ভুলে গেছে এ ধর
করার কোন অধিকার এই সরকার কে
সরকারকে দেশের সংবিধান দেয়নি।

অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বলেন,
শিক্ষাকে ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়ার অশুভ
বাতিল করা না হলে রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক অপরা
সরকারকে চরম মাশুল দিতে হবে।